55

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...0 ৪ SEP. '০০
পৃঃ ৩ কলাম ৭

পুলিশের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে শিবির আহূত হরতাল পালিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গতকাল সোমবার বৃহত্তর চট্টগামে ইসলামী ছাত্রশিবিরের আহবানে সকাল-সন্ধ্যা পূর্ণদিবস হরতাল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণভাবে চট্টগামে পালিত হয়েছে। হরতালে কোথাও কোন গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ অন্তত ১০ জন পিকেটারকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্তৃক সন্ত্রাস সৃষ্টি, শিবির কর্মীদের গ্রেফতার, নির্যাতন, বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকার প্রতিবাদে সুনির্দিষ্ট ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এই হরতাল ডাকা হয়েছিলো। হরতালে বন্দর নগরীর জীবনযাত্রা এক প্রকার অচল হয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত, বিপণী কেন্দ্রসমূহ বন্ধ ছিলো। কদমতলী, বহদ্দারহাট, মুরাদপুর বাস টার্মিনাল থেকে কোন যানবাহন ছাড়েনি। দূর-দূরান্তের কোন যানবাহন শহরে প্রবেশ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন চলেনি। আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের আভ্যন্তরে কিছু কাজ-কর্ম হলেও যানবাহনের অভাবে বাইরে কোন মালামাল ডেলিভারী হয়নি। বেলা ২টার পর থেকে নগরীতে বিক্ষিপ্ত রিকশা চলাচল করতে দেখা যায়। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত যন্ত্রচালিত কোন যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়নি। সন্ধ্যার পর থেকে নগরীর জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে। জেলার বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ হরতাল পালিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। হরতাল চলাকালে চকবাজার, বহদ্দারহাট, মুরাদপুর, আন্দরকিল্লা, দেয়ানহাট, ফকিরহাট, বন্দর, অলংকার মোড় প্রভৃতি এলাকায় শিবিরের পৃথক পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে লালদীঘি চত্বরে মহানগর শিবিরের উদ্যোগে হরতালের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ভার্সিটি সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে সামসুল ইসলাম, সাবেক এমপি শাহজাহান চৌধুরী, অধ্যাপক মাফুজুর রহমান জিএম রফিকুল্লাহ, সাইদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ৬ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ভার্সিটিতে অবরোধ চলবে বলে তারা উল্লেখ করেন।